লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমেই মানবতার কাংখিত মুক্তি অর্জন সম্ভব। তিনি উপস্থিত সুধী ও কর্মীদেরকে সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার করার আহ্বান জানান।

উক্ত সমাবেশে অন্যানের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রাযযাক, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুস সোবহান, তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা ইসহাক আলী, যেলা যুবসংঘের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আনোয়ারুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ ফরীদুল ইসলাম, তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল আলীম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবু হানীফ, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ মতলূবুর রহমান প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে, সমাবেশে মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদকে সভাপতি ও ডাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয সরদারকে সাধারণ সম্পাদক করে ৮ সদস্য বিশিষ্ট রওশনবাগ নতুন 'এলাকা' ঘোষণা করা হয়। পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন যেলা যুবসংঘের সভাপতি ডাঃ এ,কে,এম শামসুযযোহা। ইসলামী জাগরণী উপহার দেন পলাশবাড়ী এলাকা যুবসংঘের সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ বেলালুদ্দীন ও আব্দুল্লাহ আল-মামুন।

কর্মী ও সুধী সমাবেশ

বিশ্বনাথপুর, নবাবগঞ্জ॥ গত ২১শে জুন বৃহস্পতিবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নবাবগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে ভালবাসতে হ'লে তাঁর আদর্শকে ভালবাসতে হবে। তিনি মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন সহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ অনুসরণ করার উদাত্ত আহ্বান জানান।

'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নবাবগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবু তাহের এবং আন্দোলনের নবাবগঞ্জ সাংগঠনিক যেলা সভাপতি মাওলানা আবদুল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শায়খ আবদুল ওয়াদূদ মাদানী, শায়খ আবদুল হান্নান মাদানী, মাওলানা আমানুল্লাহ ও মাওলানা আবুল হোসাইন প্রমুখ।

মহিলা সংস্থা

মহিলা সমাবেশ

গত ২২শে জুন শুক্রবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' চাঁপাই নবাবগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার কানসাট এলাকার উদ্যোগে বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক বিরাট মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মহিলা সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী বলেন, অহি ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের জন্য মহিলাদের ভূমিকা অপরিহার্য। তিনি মহিলাদেরকে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র পতাকা তলে সমবেত হয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক জীবন গড়ার আহ্বান জানান।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/৩১৬)ঃ দ্বীনের পথে দানকৃত সম্পদ দানকারী ব্যক্তি পুনরায় ক্রয় করতে পারে কি?

-আমীনুল ইসলাম
গোমস্তাপুর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত বিষয়টি জায়েয নয়। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহ্র রাস্তায় একটি ঘোড়া দান করেছিলাম। ঘোড়ার লালন-পালনকারী ব্যক্তি ঘোড়াটিকে বেশ দুর্বল করে ফেলেছিল। লোকটি কমদামে বিক্রি করবে মনে করে আমি ঘোড়াটি ক্রয় করার ইচ্ছা করলাম। অতঃপর আমি বিষয়টি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, 'এক দিরহামের বিনিময়ে দিলেও তুমি তা ক্রয় কর না। তুমি তোমার ছাদাক্বার দিকে ফিরে যেয়ো না। কেননা ছাদাক্বার দিকে ফিরে যাওয়া ব্যক্তি বমি করে বমি ভক্ষণকারী ব্যক্তির ন্যায়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৪)*।

প্রশ্ন (২/৩১৭)ঃ ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর মোট রচিত গ্রন্থ কয়টি? বইগুলির নাম উল্লেখ করলে উপকৃত হ'তাম।

-ছফিউল্লাহ
মোলামগাড়ী হাট
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর রচনাবলীর সংখ্যা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলবী (রহঃ) বলেন, তাঁর রচনাবলী ১৫০টি *(বুস্তানুল মুহাদ্দিছীন পৃঃ ৩০৫)*। হাফেয সুয়ূত্বীর মতে ১৮৩টি *(আহওয়ালুল মুছান্নিফীন পৃঃ ২৪৭)*। ইবনুল ঈমাদ হাম্বলী ৭২টি কিতাবের নাম উল্লেখ করেছেন *(শাযারাতুয যাহাব, ৪র্থ খণ্ড, ৭ম অংশ, পৃঃ ২৭১-২৭৩)*। *=বিস্তারিত দ্রঃ নূরুল ইসলাম, মনীষী রচিতঃ ইবনে হাজার আসক্বালানী, মাসিক আত-তাহরীক, জানু-ফেব্রুয়ারী ২০০০ সংখ্যা, পৃঃ ৫৬-৬০।*

প্রশ্ন (৩/৩১৮)ঃ স্বরচিত কবিতা-গযল বাজনাবিহীন গানের সুরে গাওয়া জায়েয কি-না? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-হাফীযুর রহমান
গ্রাম ও পোঃ জামতৈল
সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ ইসলামী ভাবধারাপুষ্ট বাজনাবিহীন কবিতা-গযল গাওয়া ও শোনা জায়েয। জিহাদের ময়দানে মুজাহিদগণকে

প্রেরণা যোগানোর জন্য জিহাদী কবিতা ও আখেরাতমুখী গান গাওয়া জায়েয। খন্দকের যুদ্ধে খন্দক বা পরিখা খননের সময় রাসূল (ছাঃ) কবিতা আবৃত্তি করেছেন *(বুখারী, 'খন্দকের যুদ্ধ' অধ্যায়, আর-রাহীকুল মাখতূম পৃঃ ৩০৩)*। এমনিভাবে শিরক ও বিদ'আতী আক্বীদামুক্ত কবিতা-গযল গাওয়া ও শোনা জায়েয। রাসূল (ছাঃ)-এর কবি হাসসান বিন ছাবিত (রাঃ)-এর জন্য রাসূল (ছাঃ) মসজিদে নববীতে একটি মিম্বর রাখতেন। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি ইসলামের পক্ষে কবিতাসমূহ পাঠ করতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৮০৫, 'বক্তৃতা ও কবিতা' অনুচ্ছেদ)*।

মোদ্দাকথাঃ শিরক, বিদ'আত ও বাজনাবিহীন কবিতা যা মানুষকে আখেরাতমুখী করে, নীতিবান করে, ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ করে, সেইসব রুচিশীল কবিতা সুরের সাথে গাওয়া কখনই দোষের নয়। রাসূল (ছাঃ)-কে কবিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, هُوَ كَلاَمٌ فَحَسَنُهُ حَسَنٌ وَقَبِيْحُهُ قَبِيْحٌ 'উহা (কবিতা) কথামাত্র। উহার সুন্দরগুলি সুন্দর ও মন্দগুলি মন্দ' *(দারাকুৎনী, মিশকাত হা/৪৮০৭; হাদীছ হাসান)*।

প্রশ্ন (৪/৩১৯)ঃ যে জমিতে খাজনা লাগে সে জমির ফসলে কি ওশর দিতে হয়?

-আলালুদ্দীন
গ্রাম ও পোঃ ইনছাফ নগর
কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ যে জমির খাজনা দিতে হয় সে জমির উৎপাদিত ফসলের ওশর দিতে হয় না মর্মে নিম্নোক্ত হাদীছটি পেশ করা হয়- لاَيَجْتَمِعُ عَلَى الْمُسْلِمِ خَرَاجٌ وَّ عُشْرٌ 'মুসলমানের উপর একই সাথে খাজনা ও ওশর একত্রিত হয় না'। মূলতঃ এ হাদীছটি বাতিল ও দলীলের অযোগ্য। তাছাড়া এ হাদীছের বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া হাদীছ জাল করার দোষে দুষ্ট *(বায়হাক্বী ৪/১৩২ পৃঃ)*। ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, اَلْخَرَاجُ عَلَى الْأَرْضِ وَفِى الْحَبِّ الزَّكَاةُ 'খাজনা হ'ল জমির উপর এবং যাকাত (ওশর) হ'ল ফসলের উপর' *(বায়হাক্বী ৪/১৩১)*।

সুতরাং এ সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণা পরিহার করে নেছাব পরিমাণ ফসল উৎপাদন হ'লে ওশর আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন (৫/৩২০)ঃ রজব মাসে ছিয়াম পালন সম্পর্কে ফযীলত বর্ণনা করা হয় যে, 'যে ব্যক্তি রজব মাসে তিনটি ছিয়াম পালন করবে, তার জন্য আল্লাহ এক মাসের ছিয়াম লিখে দিবেন'। উক্ত হাদীছের সত্যতা জানতে চাই।

-আমানুল্লাহ
গ্রামঃ কাচিয়া
থানাঃ বুরহানুদ্দীন
ভোলা।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছের একজন বর্ণনাকারী আমর ইবনে আযহার হাদীছ জাল করত। তাই এই হাদীছটি জাল *(আল-লা'আলিল মাছনূ'আহ ফিল আহাদীছিল মাউযূ'আহ ২/১১৪-১১৫ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৬/৩২১)ঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর ব্যানারে লেখা থাকে 'মুক্তির একই পথ, দা'ওয়াত ও জিহাদ'। এর ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আমীরুল ইসলাম
মহিষালবাড়ী, গোদাগাড়ী
রাজশাহী।

উত্তরঃ এখানে দা'ওয়াত বলতে সংগঠনের গৃহীত কর্মসূচীর মাধ্যমে নিখুঁত ভাবে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র বিধান সকলের নিকট তুলে ধরে তার প্রতি মানুষকে আহ্বান জানানো বুঝায়। আর জিহাদ বলতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র অভ্রান্ত সত্য প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো এবং কোনরূপ সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রচলিত প্রথার চাপের মুখে নতি স্বীকার না করাকে বুঝায়। *-বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুনঃ 'দাওয়াত ও জিহাদ' (আন্দোলন সিরিজ)*।

প্রশ্ন (৭/৩২২)ঃ স্বামী-স্ত্রীর অভিভাবকদের সম্মতিতে বিবাহ হয়েছিল। তুচ্ছ একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে মেয়ের অভিভাবকগণ ছেলেকে তালাক প্রদান করতে বাধ্য করে। তবে মেয়ে স্বামীর পক্ষে। এমতাবস্থায় উক্ত তালাক কি সিদ্ধ হয়েছে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
গ্রামঃ হাঁসমারী, পোঃ কাছিকাটা
নাটোর।

উত্তরঃ প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী উক্ত তালাক সিদ্ধ হয়নি। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, لاَ طَلاَقَ وَلاَعَتَاقَ فِىْ إِغْلاَقٍ 'বাধ্য বা জবরদস্তি অবস্থায় তালাক ও গোলাম আযাদ হয় না' *(আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩২৮৫; 'খোলা তালাক' অনুচ্ছেদ, হাদীছ ছহীহ)*।

সুতরাং ছেলেকে তালাক প্রদানে বাধ্য করলেও সেটি মূলতঃ তালাক হয়নি। স্বামী-স্ত্রী যেভাবে ছিল সেভাবেই রয়েছে। অর্থাৎ তারা এখনো স্বামী-স্ত্রী রয়েছে।

প্রশ্ন (৮/৩২৩)ঃ আমাদের এলাকায় প্রথা চালু আছে যে, বিয়ের আগের রাতে বর-কনে উভয়কে নিজ নিজ বাড়ীতে সাতবার হলুদ মাখাবে, প্রতিবার যুবতী মেয়েরা গোসল করাবে এবং সারারাত গীত গাইবে। এরূপ কার্য কি শরীয়ত সম্মত?

-আরীফুল ইসলাম
নাজিরা বাজার
ঢাকা।

উত্তরঃ উল্লেখিত প্রথা সম্পূর্ণ শরীয়ত বিরোধী। এভাবে যুবতী মেয়েদের হলুদ মাখানো ও গোসল করানো সম্পূর্ণ নাজায়েয। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'একজন নারী অপর নারীর শরীর স্পর্শ করতে পারে না। কেননা সে তার স্বামীর কাছে ঐ শরীরের বিবরণ দিলে স্বামী অন্তরের দৃষ্টিতে দেখবে' অর্থাৎ স্বামীর মন ঐ মহিলার দিকে আকৃষ্ট হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাই, মিশকাত হা/৩০৯৯)*। তবে যারা মুহরামাতের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ যাদেরকে বিবাহ করা সিদ্ধ নয় তারা হলুদ মাখাতে পারে। আর ছোট মেয়েরা বিবাহে গীত গাইতে পারে। আমের ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, আমি কুরাযা ইবনে কা'ব এবং আবু মাসঊদ আনছারীর সাথে এক বিবাহে গেলাম। দেখি কতগুলি ছোট ছোট মেয়ে গীত গাইছে। তখন আমি বললাম, আপনারা দু'জন রাসূল (ছাঃ)-এর সাথী এবং বদরী ছাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। অথচ আপনাদের সামনে এরূপ হচ্ছে। তাঁরা দু'জন বললেন, আপনার ইচ্ছা হ'লে শুনুন নইলে যান। রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে বিবাহের সময় এরূপ আনন্দ করার অনুমতি দিয়েছেন *(নাসাঈ ২/৭৭ পৃঃ)*। রাসূল (ছাঃ)-এর সামনেও ছোট মেয়েরা গীত গাইত *(বুখারী ২/৭৭৩ পৃঃ)*। তবে যুবতী মেয়েরা গীত গাইতে পারবে না।

প্রশ্ন (৯/৩২৪)ঃ 'আল্লাহ কা'বা ঘরকে বলবেন, জান্নাতে প্রবেশ কর। কা'বা ঘর বলবে, না। তারপর বলা হবে ইমামসহ জান্নাতে প্রবেশ কর। কা'বা বলবে, না, আমি সকল মুছল্লীকে সাথে নিয়ে জান্নাতে যাব'। এটি কি হাদীছ? মসজিদ নির্মাণের ফযীলতের ব্যাপারে ছহীহ হাদীছ থাকলে দয়া করে উল্লেখ করবেন।

-ইলিয়াস মিস্ত্রি
মাষ্টার পাড়া, পিটিআই
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উল্লেখিত কথাগুলি হাদীছ নয়; বরং মনগড়া কথামাত্র। মসজিদ নির্মাণের ফযীলত সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির নিমিত্তে একটি মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করবেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৯৭ 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (১০/৩২৫)ঃ 'যে ব্যক্তি যোহর ছালাতের আগে ও পরে চার রাক'আত করে মোট আট রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর জাহান্নাম হারাম করে দিবেন'। এটি কি ছহীহ হাদীছ?

-আব্দুল খালেক
বিলচাপড়ী, বগুড়া।

উত্তরঃ উল্লেখিত হাদীছটি ছহীহ। হাদীছটির মূল আরবী ইবারত হচ্ছে- مَنْ حَافَظَ عَلَى اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَاَرْبَعٍ بَعْدَهَا- *দ্রঃ আবুদাউদ হা/৬২৬৯, তিরমিযী হা/৪২৭, ২৮; নাসাঈ ৩/২৬৫ পৃঃ।*

প্রশ্ন (১১/৩২৬)ঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসল করালে নিজেকে গোসল করতে হবে কি?

-নারগীস
হাজীটোলা, দেবীনগর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসল করিয়ে নিজে গোসল করা ভাল। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাবে সে গোসল করবে এবং যে ব্যক্তি লাশ বহন করবে সে ওযূ করবে' *(ছহীহ আবুদাউদ, ইরওয়া হা/১৪৪)*। তবে গোসল করা যরূরী নয়। কেননা ছাহাবাদের অনেকেই গোসল করতেন আবার অনেকেই করতেন না *(ইরওয়া ১/১৭৫)*।

প্রশ্ন (১২/৩২৭)ঃ ওযূবিহীন ফরয গোসল করলে পবিত্রতা অর্জন হবে কি?

-রুস্তম আলী
উত্তর নওদাপাড়া
সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ওযূবিহীন ফরয গোসল করলে পবিত্রতা অর্জন হয়ে যাবে। কারণ গোসল হচ্ছে ফরয আর ওযূ হচ্ছে সুন্নাত। তাছাড়া গোসল পবিত্রতা অর্জনের বড় মাধ্যম। পক্ষান্তরে ওযূ তদপেক্ষা ছোট মাধ্যম। ইবনুল আরাবী বলেন, 'ওযূ ফরয গোসলের অধীনে হওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। সুতরাং ফরয গোসলের সময় পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করলেই ওযূর পবিত্রতা পূর্ণ হয়ে যাবে' *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৬৫, মির'আতুল মাফাতীহ ১/১৪২)*। এক্ষেত্রে ছালাতের জন্য পৃথক ওযূ করতে হবে। তবে ওযূ করে গোসল করাই সুন্নাত।

প্রশ্ন (১৩/৩২৮)ঃ সূরা আনফালের ২নং আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ্র উপর ভরসার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ্র উপর ভরসা বলতে কি বুঝায়? ব্যাখ্যাসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-এহসানুল্লাহ
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইঘাড়া
নওগাঁ।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করার অর্থ প্রত্যেক বান্দার একথা পুরোপুরি অবগত হওয়া যে, সমস্ত কাজ আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত। যে কাজ করলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন তা সম্পাদন করা। আর যে কাজ করলে তিনি অসন্তুষ্ট হন তা থেকে বিরত থাকা। তিনিই (আল্লাহ) হচ্ছেন উপকার ও অপকার উভয়ের অধিকারী এবং তিনি সকল বিষয়ে

ক্ষমতাবান।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)-কে বলেন, إِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللهَ وَ إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ– 'তুমি যখন কিছু চাইবে তখন আল্লাহ্র নিকটেই চাইবে। আর যখন তুমি সাহায্য চাইবে তখনও আল্লাহ্র নিকটই চাইবে' *(মুসনাদে আহমাদ ১/২৯৩ পৃঃ)*। আল্লাহ্র উপর ভরসা করা ঈমানের শর্তসমূহের অন্তর্ভুক্ত *(আব্দুর রহমান বিন হাসান আলে শায়েখ, কুররাতু উয়ূনিল মুওয়াহ্হিদীন পৃঃ ২০৫)*।

সুতরাং যাবতীয় কাজে একমাত্র আল্লাহ্র উপর ভরসা করতে হবে। কোন পীর-ফকীর, তাবীয-কবয, তন্ত্র-মন্ত্র ইত্যাদির উপর ভরসা করা যাবে না।

প্রশ্ন (১৪/৩২৯)ঃ সৎ বোনের মেয়েকে বিবাহ করা যায় কি?

-জসীমুদ্দীন
দাউদকান্দি, কুমিল্লা।

উত্তরঃ যেসব মেয়েদেরকে বিবাহ করা হারাম, সৎ বোনের মেয়ে তাদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের বোনের মেয়ে অর্থাৎ বৈমাত্রের ও বৈপিত্রেয় বোনের মেয়েকে বিবাহ করা তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে' *(নেসা-২৩)*।

প্রশ্ন (১৫/৩৩০)ঃ ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাতের পর ডান কাঁধে শোয়া কি জায়েয?

-ইঞ্জিনিয়ার আবদুল্লাহ আল-মামূন
গ্রামঃ দড়িসয়া, পোঃ ঝাওয়াইল
যেলাঃ টাংগাইল।

উত্তরঃ ফজরের ফরয ছালাতের পূর্বে দু'রাক'আত সুন্নাত আদায় করে ডান কাঁধে শয়ন করা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত। তাহাজ্জুদগুযার ও সাধারণ মুছল্লী উভয়ের জন্য এ হুকুম প্রযোজ্য *(বিয়াযুছ ছালেহীন পৃঃ ৪৫১, অধ্যায় ১৯৮)*।

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করতেন, তখন স্বীয় ডান কাঁধে শয়ন করতেন *(বুখারী, ৩/৩৫ পৃঃ; রিয়ায হা/১১১০)*। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করবে, সে যেন ডান কাঁধে শয়ন করে' *(আবুদাঊদ হা/১২৬১; তিরমিযী হা/৪২০, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১৬/৩৩১)ঃ 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বইয়ের ৬৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, ইমাম-মুক্তাদী সকলেই 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলবে। পক্ষান্তরে 'আইনী তুহফা ও সালাতে মোস্তফা' বইয়ের ২/৫১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, ইমাম 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' এবং মুক্তাদীরা 'রাব্বানা লাকাল হাম্দ' বলবে। সঠিক উত্তর জানতে চাই।

-আফযাল হোসাইন
কানসাট বহুল বাড়ী, শিবগঞ্জ
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ইমাম 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলবেন এবং মুক্তাদীরা 'আল্লা-হুম্মা রব্বানা লাকাল হাম্দ' বলবে এর প্রমাণে একাধিক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮৭৪)*। তবে ইমাম-মুক্তাদী সকলেই 'সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ' ও 'আল্লা-হুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ' বলতে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ছালাত আদায় কর যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৮৩)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাকে অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৯)*। অত্র হাদীছদ্বয় প্রমাণ করে যে, ইমাম-মুক্তাদী সকলেই 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতে পারে *(বিস্তারিত দেখুন, মির'আত ৩/১৮৯, 'রূকূ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (১৭/৩৩২)ঃ আমরা শবে ক্বদরের রাতে 'ছালাতুত তাসবীহ' আদায় করি। শরীয়তের দৃষ্টিতে এ ছালাত পড়া যাবে কি?

-আব্দুল জাব্বার
ঝাপাঘাট, কলারোয়া
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ রামাযান কিংবা রামাযানের বাইরে যে কোন সময় 'ছালাতুত তাসবীহ' না পড়াই ভাল। কারণ এ সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি। বরং এ সম্পর্কিত ইবনু আব্বাস বর্ণিত হাদীছকে কেউ 'মুরসাল' কেউ 'মওকূফ' কেউ 'যঈফ' কেউ 'মওযূ' বা জাল বলেছেন। যদিও শায়খ আলবানী (রহঃ) উক্ত হাদীছের যঈফ সূত্রগুলি পরস্পরকে শক্তিশালী মনে করে স্বীয় ছহীহ আবুদাঊদ (হা/১১৫২) গ্রন্থে সংকলন করেছেন এবং ইবনু হাজার আসক্বালানী 'হাসান' স্তরে উন্নীত বলেছেন। তবুও এরূপ বিতর্কিত, সন্দেহযুক্ত ও দুর্বল ভিত্তির উপরে কোন ইবাদত বিশেষ করে ছালাত প্রতিষ্ঠা করা যায় না *(দ্রঃ ইবনু হাজার আসক্বালানীর বিস্তারিত আলোচনা; আলবানী, মিশকাত পরিশিষ্ট, ৩নং হাদীছ, ৩/১৭৭৯-৮২ পৃঃ; আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৩২৮-এর হাশিয়া; বায়হাক্বী ৩/৫২; আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ, মাসায়েলু ইমাম আহমাদ, মাসআলা নং ৪১৩, ২/২৯৫ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১৮/৩৩৩)ঃ ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার পদ্ধতি কি? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-যিয়াউল হক্ব
বগুড়া সেনানিবাস
বগুড়া।

উত্তরঃ আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠের পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি

বলেন, চুপে চুপে পড়তে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৩)*। সুতরাং মুক্তাদীদেরকে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা চুপে চুপে এবং ইমামের প্রতি আয়াত পড়ার পরে পরে পড়তে হবে।

প্রশ্ন (১৯/৩৩৪)ঃ 'বাক্বাগাল উলা বিকামালিহী, কাশাফাদ্দোজা বিজামালিহী, হাসুনাত জামীউ খিছালিহী, ছাল্লু 'আলাইহি ওয়া আলিহী' এটি নাকি আল্লাহপাক শেখ ফরীদুদ্দীন-এর শানে নাযিল করেছেন? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে বিষয়টির সত্যতা জানতে চাই।

-আকরাম
গ্রামঃ ও পোঃ নন্দপুর
পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত বাক্যগুলি কুরআন ও হাদীছের কোথাও নেই। পারস্য কবি শেখ সা'দী হাদীছে বর্ণিত দরূদ প্রত্যাখ্যান করে নবী করীম (ছাঃ)-এর উপর পাঠ করার জন্য এ বিদ'আতী দরূদটি রচনা করেন। এ দরূদ যেমন ভিত্তিহীন তেমনি শেখ ফরীদুদ্দীন-এর শানে নাযিল হওয়ার ব্যাপারটিও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সুতরাং এ দরূদ পাঠ করা এবং এরূপ দাবী পরিত্যাগ করা একান্ত যরূরী।

প্রশ্ন (২০/৩৩৫)ঃ ছালাতে বা ছালাতের বাইরে কুরআন মজীদের যে কোন সূরার মধ্য থেকে তেলাওয়াত করলে 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' পড়তে হবে কি? এছাড়া সূরা তওবার ব্যাপারটি বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাহবুবুর রহমান
সরকারী কলেজ
বগুড়া।

উত্তরঃ যেকোন সময়ে সূরার মধ্য থেকে তেলাওয়াত শুরু করলে 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' পড়তে হবে না। কেননা এটি একটি আয়াত। দুই সূরার মধ্যে পার্থক্য করার জন্য সূরার শুরুতে এটি পড়া সুন্নাত। উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' পড়লেন এবং একটি আয়াত হিসাবে গণ্য করলেন *(আবুদাঊদ, ইরওয়া হা/৩৪৩)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সূরার পার্থক্য বুঝতে পারেননি *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৭৮৮)*। হাদীছের আলোকে সূরা তওবার শুরুতে 'বিসমিল্লা-হির রহমানির রহীম' না থাকার কয়েকটি কারণ পরিলক্ষিত হয়। যথা- (১) নবী করীম (ছাঃ) অহি লেখকদেরকে লিখতে বলেননি। (২) আরবীয়রা চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী ওয়াদা ভঙ্গকারীর নিকটে চিঠি-পত্র লিখলে বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম লিখতেন না। এ সূরাটি ওয়াদা ভঙ্গকারীদের ব্যাপারে নাযিল হয় বিধায় লেখা হয়নি। (৩) সূরাটি পূর্ব সূরা আনফালের অংশবিশেষ, কাজেই লেখা হয়নি *(বিস্তারিত দেখুনঃ ফাতহুল ক্বাদীর, ২য় খণ্ড, সূরা তওবাহ-এর আলোচনা)*।

প্রবাশ থাকে যে, কুরআনের যেকোন স্থান থেকে পড়া শুরু করলে আউযুবিল্লাহ... পড়া যরূরী *(নাহল ৯৮)*।

প্রশ্ন (২১/৩৩৬)ঃ মৃত ব্যক্তি পুরুষ হ'লে দিনে এবং মহিলা হ'লে রাতে দাফন করতে হয়, এরূপ বিধান ইসলামে আছে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

মাহবূবুর রহমান
সরকারী আযীযুল হক কলেজ
বগুড়া।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তি পুরুষ হৌক আর নারী হৌক রাতে বা দিনে দাফন করা যায়। নবী করীম (ছাঃ) নারী-পুরুষের পার্থক্য না করে সকলকেই তিনটি নির্দিষ্ট সময়ে দাফন করতে নিষেধ করেছেন। সূর্যোদয়ের সময়, সূর্যাস্তের সময় এবং ঠিক দুপুরে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৪০)*। হযরত আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ)-কে রাতে দাফন করা হয়েছিল *(বুখারী ১/১৭৯ পৃঃ)*। সুতরাং সুবিধামত যেকোন সময়ে (নিষিদ্ধ সময় ব্যতীত) দাফন করা যায়। তবে রাতে কোন অসুবিধা থাকলে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায়।

প্রশ্ন (২২/৩৩৭)ঃ রক্তের সম্পর্ক ছাড়াই কোন নারীকে রক্ত প্রদান করলে তার সাথে বা তার মেয়ে কিংবা মাতার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েয হবে কি?

-আব্দুল হামীদ
বায়সা (নূরপুর), কেশবপুর
যশোর।
ও
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
নন্দলালপুর, কুমারখালী
কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত কারণে বিবাহ হারাম হবে না। বরং জায়েয হবে। কেননা রক্ত সম্পর্ক ব্যতীত বিবাহ হারাম হওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে জন্ম থেকে দু'বছর বয়স পর্যন্ত দুধ পান করা। দু'বছর বয়সের মধ্যে দুধ পান করলে বিবাহ হারাম হবে *(লোক্বমান ১৪)*। অতএব মুহরামাত নয় এমন কোন নারীকে রক্ত প্রদান করলেও বিবাহ জায়েয হবে।

প্রশ্ন (২৩/৩৩৮)ঃ কোন কোন নামায শিক্ষা বইয়ে যেহরী ছালাতেও বিসমিল্লাহ নীরবে পড়তে হবে, আবার কোন কোন বইয়ে নীরবে বা সরবে উভয়ই পড়া যায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল লতীফ
রাজপুর, কলারোয়া
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ সর্বাবস্থায় ছালাতে 'বিসমিল্লা-হির রহমানির রহীম' নীরবে পড়তে হবে। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ), আবুবরক ছিদ্দীক্ব (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ) 'আল-হামদুলিল্লা-হি রব্বিল আ-লামীন' দ্বারা ছালাত শুরু করতেন অর্থাৎ বিসমিল্লাহ... চুপে চুপে পড়তেন (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুলূগুল মারাম হা/২৭৭ 'ছালাতের নিয়ম' অনুচ্ছেদ)। মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে, তাঁরা কেউই ক্বিরাআতের শুরু বা শেষে বিসমিল্লাহ... সরবে পড়তেন না। আবুদাঊদ ও নাসাঈতেও এরূপ বর্ণনা রয়েছে। ছহীহ ইবনু খুযায়মার এক বর্ণনায় আছে, তাঁরা সকলেই বিসমিল্লাহ... চুপে চুপে পড়তেন *(বিস্তারিত দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৪৯-৫০)*।

প্রকাশ থাকে যে, সরবে বিসমিল্লাহ... পড়ার হাদীছ যঈফ ও জাল *(মুখতাছার ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ, পৃঃ ৪৬)*।

প্রশ্ন (২৪/৩৩৯)ঃ জনৈকা মেয়ে স্বীয় পসন্দ করা ছেলেকে বিবাহ করতে চাইলে মেয়ের মা মেয়ের বাবাকে না জানিয়ে নিজে অভিভাবক হয়ে সেই ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেন। এ বিয়েতে বাবা এখনো সন্তুষ্ট নন। এক্ষণে এ বিয়ে কি বৈধ হয়েছে? ছহীহ দলীলের আলোকে উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।

-আবদুস সুবহান
বিরামপুর বাজার
দিনাজপুর।

উত্তরঃ মেয়ের অভিভাবক বা ওয়ালী হচ্ছে তার পিতা। পিতার অবর্তমানে স্বীয় বংশীয় নিকটতম পুরুষ উত্তরাধিকারীগণ*(আউনুল মা'বূদ (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ ১৯৯৯) ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ জুয, পৃঃ৬৯)* এবং তাদের অবর্তমানে সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/৩১৩১)*। প্রশ্নে উল্লেখিত বিয়েটি ওয়ালীকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এ বিয়ে হয়নি। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ওয়ালী ব্যতীত বিবাহ সিদ্ধ হয় না' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, ছহীহুল জামে হা/৭৫৫৫; মিশকাত হা/৩১৩০)*। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, لاَتُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلاَتُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا– 'কোন মহিলা অপর কোন মহিলার বিয়ে দিবে না এবং কোন মহিলা (ওয়ালী ব্যতীত) নিজেকেও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করবে না' *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩১৩৭, হাদীছ ছহীহ। -দ্রঃ ছহীহুল জামে হা/৭২৯৮; ইরওয়াউল গালীল হা/৮৪১)*।

প্রশ্ন (২৫/৩৪০)ঃ হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর স্ত্রী ও দাসী সংখ্যা কত ছিল? জনৈক বক্তা বললেন, তাঁর স্ত্রী ও দাসী মোট ১০০০ জন ছিল। সঠিক সংখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হারেছ
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর স্ত্রী ও দাসী সংখ্যা নিয়ে একাধিক বর্ণনা পাওয়া যায়। ছহীহ বুখারীর বর্ণনা মতে তাঁর স্ত্রী ছিল ৭০ জন *(বুখারী হা/৩৪২৪)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে তাঁর স্ত্রী সংখ্যা ছিল ৯৯ জন *(বুখারী হা/২৮১৯)*। অন্য বর্ণনা মতে ৯০ জন *(ফাৎহুল বারী ৯/৪২৪ পৃঃ 'রাতে স্ত্রীদের নিকট যাওয়া' অনুচ্ছেদ)*। অপর বর্ণনা মতে ৬০ জন (আহমাদ, ফাৎহুল বারী ৬/৫৬৯ পৃঃ 'দাঊদের জন্য তার ছেলে সোলায়মানকে দান করা হয়েছে' অনুচ্ছেদ)। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী উপরোক্ত পরস্পর বিরোধী বর্ণনাগুলির সমাধানকল্পে বলেন, 'তাঁর স্ত্রী ছিল ৬০ জন। আর বাকী সকলে দাসী ছিল' *(ফাৎহুল বারী ৬/৫৭০ পৃঃ)*। মুস্তাদরাকে হাকেম-এর এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, সোলায়মান (আঃ)-এর স্ত্রী ছিল ৩০০ জন আর দাসী ছিল ৭০০ জন' *(ফাৎহুল বারী ৬/৫৭০ পৃঃ)*। অর্থাৎ সর্বমোট ১০০০ (এক হাযার) জন।

প্রশ্ন (২৬/৩৪১)ঃ আমাদের এলাকার জনৈক ব্যক্তি তার এক ছেলেকে অধিকাংশ সম্পত্তি লিখে দিয়েছে। অথচ তার পাঁচটি মেয়ে ও একজন স্ত্রী রয়েছে। এরূপভাবে সম্পত্তি দেওয়া শরীয়তে কতটুকু বৈধ?

-হুসেন আলী
গোছা, মোহনপুর
রাজশাহী।

উত্তরঃ সম্পত্তির অন্যান্য অংশীদার থাকা অবস্থায় একজনের নামে এভাবে সম্পত্তি দেওয়া জায়েয নয়। এ বিষয়ে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে। নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) বলেন, আমার পিতা আমাকে একটি গোলাম দান করেন। তখন আমার মা বলেন, এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-কে সাক্ষী না রাখা পর্যন্ত আমি রাযী নই। অতঃপর তার পিতা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে গিয়ে বললেন, আমার এ ছেলেকে আমি একটি গোলাম দান করেছি। কিন্তু তার মা আপনাকে এতে সাক্ষী রাখার জন্য বলেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তুমি কি তোমার সকল ছেলেকে এরূপভাবে দিয়েছ? সে উত্তরে বলল, না। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্কে ভয় কর, তোমার ছেলেদের মাঝে ইনছাফ কর। আমি অন্যায় কাজের সাক্ষী থাকি না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০১৯)*।

প্রশ্ন (২৭/৩৪২)ঃ আমাদের এলাকায় সূরা ফাতিহার শেষে উচ্চৈঃস্বরে তিনবার 'আমীন' বলা হয়। এভাবে আমীন বলা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাহবূবুর রহমান
রামচন্দ্রপুর, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ছালাতে তিনবার 'আমীন' বলার পক্ষে কোন ছহীহ হাদীছ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। তবে একবার উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলার পক্ষে একাধিক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(বুখারী ১/১০৭ পৃঃ; আবুদাঊদ হা/৯৩২; নাসাঈ হা/৯২৪; ইবনু মাজাহ হা/৮৬২; ইরওয়া হা/৩৪৪)*।

প্রশ্ন (২৮/৩৪৩)ঃ ঘোড়ার যাকাত দিতে হবে কি? দিতে হ'লে কি পরিমাণ যাকাত দিতে হবে?

-আবুদাঊদ
শ্রীপুর, রামনগর
বাগরামা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ঘোড়ার কোন যাকাত নেই। সুতরাং পরিমাণও নেই। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মুসলমানদের উপর তাদের গোলাম ও ঘোড়ার যাকাত নেই' *(নাসাঈ হা/২৪৬৬, 'ঘোড়ার যাকাত নেই' অনুচ্ছেদ; সিলসিলা ছহীহা হা/২১৮৯; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৯০)*।

উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক ঘোড়ার ১ দীনার অথবা ২০ দিরহাম যাকাত দিতে হবে বলে যে হাদীছ রয়েছে তা যঈফ *(নায়ল ৪/১৩৭ পৃঃ 'গোলাম, ঘোড়া ও গাধার যাকাত নেই' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২৯/৩৪৪)ঃ যেকোন ভাবে বীর্যপাত হ'লেই কি গোসল ফরয হবে? ছহীহ দলীল সহ জানালে উপকৃত হব।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ যেকোন ভাবে বা যেকোন কারণে বীর্যপাত হ'লেই গোসল ফরয হবে। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কেউ ঘুম থেকে উঠে তার কাপড় ভিজা দেখতে পেল, কিন্তু স্বপ্নের কথা স্মরণ নেই, তার উপর কি গোসল ফরয হবেঃ উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তাকে গোসল করতে হবে' *(আবুদাঊদ হা/২৩৬, মিশকাত হা/৪৪১)*।

প্রশ্ন (৩০/৩৪৫)ঃ জনৈক আলেম মহিলার জানাযা পড়ানোর সময় জানাযার দো'আটি পরিবর্তন করে اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا ***এভাবে পড়লেন। এরূপ লিঙ্গ পরিবর্তন করে পড়া কি জায়েয?***

-মুহাম্মাদ মনীরুযযামান
ইসলামকাতি
থানাতলা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত দো'আ সমূহ পরিবর্তন পরিবর্ধন করে পড়া যাবে না। তাছাড়া দো'আর প্রথমে 'মাইয়েত' শব্দটি উল্লেখ আছে যা স্ত্রীলিঙ্গ ও পুরুষলিঙ্গ উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং লিঙ্গ পরিবর্তন করে পড়ার কোন প্রশ্নই আসে না' (আওনুল মা'বূদ হা/৩১৮৪-এর ভাষ্য ৮/৪৯৬ পৃঃ; নায়ল ৫/৭২ ও ৭৪ পৃঃ; ছালাতুর রাসূল ১১৮ পৃঃ)।

প্রশ্ন (৩১/৩৪৬)ঃ জুম'আর দিন খুৎবার সময় যারা ঘুমের কারণে খুৎবা শুনতে পারে না তাদের কি পাপ হবে?

-মেহরাব হোসাইন
গ্রামঃ আখিলা, পোঃ উজিরপুর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ জুম'আর দিন খুৎবা শুরু থেকে ছালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত এই সময়টুকু দো'আ কবুলের সর্বোত্তম সময়। যারা খুৎবার সময়ে তন্দ্রায় ঢুলে, তারা ঐ সময়ের ফযীলত হ'তে বঞ্চিত হয়। এ সময় যেন কেউ না ঘুমায় সেজন্য রাসূল (ছাঃ) উত্তম ব্যবস্থা করেছেন। তিনি বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা জুম'আর দিন ঘুমে ঢুলতে থাকে তারা যেন স্থান পরিবর্তন করে বসে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩৯৪; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ১১০)*। উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার পরও যদি তন্দ্রা আসে তবে পাপ হবে না।

প্রশ্ন (৩২/৩৪৭)ঃ প্রাপ্ত বয়স্কা শালী তার দুলাভাইয়ের সাথে দেখা করতে পারে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-নাছরীন সুলতানা
বাটরা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ যে কোন যুবতী মেয়ে মুহরিম ছাড়া অন্য কারু সাথে দেখা করতে পারে না। আর দুলাভাই মুহরিমের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং তার সাথেও দেখা করতে পারবে না। তবে পর্দাসহ একান্ত প্রয়োজনীয় কথা বলতে পারে।

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আসমা বিনতে আবুবকর (আয়েশা (রাঃ)-এর বড় বোন) পাতলা কাপড় পরিহিত অবস্থায় রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে আসলে তাকে দেখে নবী করীম (ছাঃ) মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বলেন, হে আসমা! মেয়েরা যখন যুবতী হয়ে যায় তখন এই অংশ ছাড়া অন্য কোন অংশ প্রদর্শন করা ঠিক নয়। এ সময়ে তিনি মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়ের দিকে ইশারা করলেন' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৭২)*। সুতরাং পর্দা ছাড়া দুলাভাইয়ের সাথে দেখা করা ঠিক নয়।

প্রশ্ন (৩৩/৩৪৮)ঃ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত উম্মতে মুহাম্মাদী মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ও মূর্তি পূজারী না হবে'। এ হাদীছটি কি ছহীহ? যদি ছহীহ হয় তাহ'লে মুসলমান কি করে মুশরিক ও মূর্তি পূজারী হবে? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবু হেনা ও মোশাররফ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছটি ছহীহ *(আবুদাঊদ, আলবানী, মিশকাত হা/৫৪০৬ 'ফিতান' অধ্যায়)*। এমনকি উক্ত লম্বা হাদীছের শেষ অংশটুকু মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে *(দ্রঃ উক্ত হাদীছের ৪নং টীকা)*। একটু গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে আমরা কিভাবে মূর্তিপূজারী হয়ে যাচ্ছি তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। যেমন- নেককার ব্যক্তির কবরে গিয়ে তাকে সিজদা করা, সেখানে বসে প্রার্থনা করা, তার অসীলায় মুক্তি চাওয়া, সেখানে নযর-নিয়ায পেশ করা, ভক্তিভাজন, পীর বা নেতা-নেত্রীর ছবিতে ফুলের মালা দেওয়া, চিত্রের পাদদেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা, নীরবে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা, ভাস্কর্যের নামে শিক্ষাঙ্গন ও রাস্তার মোড়ে মূর্তি বানিয়ে তার প্রতি সম্মান দেখানো, শিখা অনির্বাণ ও শিখা চিরন্তন

বানিয়ে সেখানে নীরবে সম্মান প্রদর্শন করা, শহীদ মিনার ও স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা ইত্যাদি শিরক ও মূর্তি পূজার শামিল। এভাবে ক্রমেই মুসলমানরা মুশরিক ও মূর্তিপূজারী হয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন (৩৪/৩৪৯)ঃ আল্লাহ তা'আলা পুরুষ ও নারীকে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণীয় করে সৃষ্টি করেছেন। অথচ বোরক্বা পরলে তো সে আকর্ষণ থাকে না। এর সঠিক সমাধান কি?

-ছাদেকুল ইসলাম
দক্ষিণ হালিশহর, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বরং পর্দা অবস্থায় চলাফেরা করলে আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। আল্লাহপাক পুরুষ ও নারীকে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণীয় করে সৃষ্টি করেছেন একটি বিশেষ কল্যাণের লক্ষ্যে। এই আকর্ষণকে নিয়ন্ত্রণহীন করলে বাঁধভাঙ্গা বন্যার মত তা সমাজকে অধঃপতনের অতল তলে ডুবিয়ে দিবে। ইতিপূর্বেকার যত সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে, তার প্রায় সবগুলিরই কারণ ছিল বল্গাহীন নারী স্বাধীনতা। তাই ইসলাম নারীকে পর্দায় থাকার নির্দেশ দিয়েছে। চলার সময় সে সর্বদা দৃষ্টি অবনত করে চলবে। সারা দেহ কাপড়ে আবৃত করে বুকের উপর পৃথক চাদর দিয়ে রাখবে *(নূর ৫৯)*। পর-পুরুষের সাথে প্রয়োজনে কথা বলতে হ'লে তাকে তার কণ্ঠস্বরে রুক্ষতা বজায় রাখতে বলা হয়েছে। যাতে তার মিষ্ট কণ্ঠ অন্যের হৃদয়কে দুর্বল না করে ফেলে *(আহযাব ৩২)*। পাতলা কাপড়ে ও অর্ধনগ্ন হয়ে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে চলা মেয়েকে জাহান্নামী বলে নির্দেশ করা হয়েছে (মুসলিম হা/২১২৮ 'পোষাক ও সৌন্দর্য' অধ্যায়)।

প্রশ্ন (৩৫/৩৫০)ঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এ নামের মধ্যে সংগ্রামের নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে। সংগ্রাম করা সম্পর্কে কি কোন ছহীহ হাদীছ আছে? শুধু কি দা'ওয়াত দিলেই কর্তব্য শেষ? নাকি সাথে সাথে সংগ্রামও অপরিহার্য?

-মুজীবুর রহমান
গ্রামঃ নিমতলা
গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ দ্বীন ইসলাম ততদিন ক্বায়েম থাকবে যতদিন তার উপর একদল মুসলমান আন্দোলন বা সংগ্রাম করবে। হযরত জাবির বিন সামুরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'এই দ্বীন ক্বিয়ামত পর্যন্ত সর্বদা কায়েম থাকবে, যতদিন তার উপর একদল মুসলমান সংগ্রাম করবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮০১ 'জিহাদ' অধ্যায়)*। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সর্বদা একটি দল লোক হক্ব-এর উপর বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এমতাবস্থায় ক্বিয়ামত এসে যাবে ও তারা অনুরূপ অবস্থায় থাকবে' *(মুসলিম হা/১৯২০ 'ইমারত' অধ্যায়)*।

শুধু হক্ব-এর দা'ওয়াত দিলেই চলবে না; বরং সাথে সাথে আন্দোলন বা সংগ্রাম করতে হবে। কারণ দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম অপরিহার্য।

রাজশাহী মেন্টাল হেলথ্ ক্লিনিক

...স্য কেন্দ্র

সেবা সমূহঃ

চিকিৎসা

...াময়

লক্ষীপুর ভ...

রাজশাহী-৬০...

ফোনঃ ৭৭৫৮...